আল-ফিরদাউস নিউজ-এর স্পেশাল সাময়িকী

# গাজওয়াতুল হিন্দ

ইস্যু-১ | রজব ১৪৪১ হিজরি | মার্চ ২০২০ ইংরেজি

## দিল্লি গণহত্যা ফাইলস



# সূচিপত্র



# জ্বলছে দিল্লি
# লাঞ্ছনা ঘুচাবে কবে?

২০১৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে পাস হয় মুসলিমবিরোধী সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) বিল। এই আইন ছিল হিন্দুদের ইসলামবিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ। দেশছাড়া হওয়ার হুমকিতে পড়া মুসলিমরা তাই আন্দোলন শুরু করেন ভারতজুড়ে।

তখন থেকেই সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সরাসরি গুলি চালানোর হুমকি দিয়ে আসছে মালাউন হিন্দু নেতারা। সেই ধারাবাহিকতায় সন্ত্রাসী হিন্দু বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিল্লির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা জাফরাবাদে বিকাল ৩টায় জড়ো হওয়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এরপরই ইট-পাথর, লাঠি ও বন্দুকসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুশরিক হিন্দুরা।

বেছে বেছে মুসলিমদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির গেট ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালায় এবং মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানী করে মুশরিক বাহিনী। মুসলিমদের শরীরে এসিড নিক্ষেপ করা হয়। মুশরিক হিন্দুরা মুসলিমদের দোকানপাট ভাঙ্গচুর করে এবং সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। আগুন লাগানো হয় বহু মসজিদে, মসজিদের মিনারে উত্তোলন করা হয় হিন্দুদের হনুমান পতাকা।

'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় মুসলিমদেরকে। এখন পর্যন্ত পত্রপত্রিকার হিসাব মতে কমপক্ষে ৫৩জন নিহত হয়েছেন, আর অন্যান্য সূত্রে এ সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি। সন্ত্রাসী হিন্দুদের হামলায় আহত হয়েছেন আরো কয়েকশত মুসলিম।

## ভাবছেন পুলিশ কী করেছে?

পুলিশও মুসলিমদের বুকেই গুলি চালিয়েছে। আর, হিন্দু সন্ত্রাসীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে গেছে। হিন্দু সন্ত্রাসীদের পরিচয় গোপন করতে, সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনী। ১৩ হাজার ২০০ ফোন পেয়েও নিষ্ক্রিয় ছিল দিল্লি পুলিশ! মূলত, রাজপথে পুলিশের সামনেই মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে হিন্দুরা।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক সাংবাদিক হিন্দুদের হাত থেকে একজন মুসলিমকে বাঁচাতে পুলিশকে অনুরোধ করেন। কিন্তু, সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী কোনো ধরণের প্রতিবাদ না করে, নিশ্চুপ ছিল। অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ বাহিনী প্রথমে মুসলিমদের বাড়িঘরে ঢুকে নির্যাতন করেছে, আর পুলিশের পেছন পেছন হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের ঘরে ঢুকে পড়ছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশের এরকম বহু ভিডিও ছড়িয়ে আছে অনলাইনজুড়ে। যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনী ও সাধারণ হিন্দু সন্ত্রাসীরা মিলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে।

## সমাধান যে পথে

ভারতে মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যা এটাই প্রথম নয়। ভারতে মুসলিম গণহত্যার ইতিহাস বেশ পুরোনো। মুসলিমদের উপর এখনো চলছে গণহত্যা, চলছে গেরুয়া সন্ত্রাস। কিন্তু, হিন্দু সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা পেতে মুসলিমরা কী করছে? মুসলিমদের সমাধান কীভাবে আসবে?

আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নববী সুন্নাহ অনুযায়ী যুদ্ধ করা ব্যতীত দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা লাভ করা যাবে না। 'রক্তের বদলে রক্ত, ধ্বংসের বদলে ধ্বংস। আর, এখন কথা হবে তরবারির ভাষায়'—এই কথার উপর আমল করতে না পারলে মুশরিকদের রুখতে পারা যাবে না। কিন্তু, এই সত্য মুসলিমদের কাছ থেকে মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, মুসলিমদের

হৃদয়ে বপন করা হয়েছে সেক্যুলারিজমের বিষ। সেক্যুলারিজমের বিষাক্ততা মুসলিমদেরকে আজ কাপুরুষ বানিয়ে ছেড়েছে। কুতুবুদ্দীন আইবেকের দিল্লি তাই জ্বলছে।

মুশরিকদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার সাহস করতে পারেনি মুসলিমরা। তাই বলে দিল্লি পরাধীন থেকে যাবে—এমনটা কল্পনা করা যায় না। কেননা, মুসলিমরা বীরের জাতি। ইতিহাস বলে, এ জাতি কেবল মার খেতে নয়, দিতেও জানে। কাপুরুষতার পোশাক ছিড়ে এ জাতির হুংকার দিল্লির আকাশ-বাতাসকে শীঘ্রই প্রকম্পিত করবে, দিল্লি ফের শুনবে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি, বিইযনিল্লাহ। দিল্লির মিনারে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে মাহমুদ গজনবীর উত্তরসূরীরা অস্ত্র তুলে নিবে—এই প্রত্যাশাতে বুক বেঁধে আছে মুসলিম উম্মাহ।


লেখক:

## আহমাদ উসামা আল-হিন্দ

সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ


AL-FIRDAWS NEWS

আল-ফিরদাউস নিউজ

# ভারতে মুসলিম গণহত্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস



ভারতে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের এক বেদনাদায়ক ইতিহাস রয়েছে। সেখানে নিয়মিত বিরতিতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে মুশরিক হিন্দুরা। হলুদ মিডিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসকল হত্যাকাণ্ডকে 'হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা' বলে চালিয়ে দিলেও, এগুলো ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় মদদে মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যা।

১৯৪৬ থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস অবধি ভারতীয় মুসলিমদের উপর চালানো হিন্দুদের নৃশংস কিছু গণহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ১৯৪৬ সালে কলকাতায় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। এতে, (সরকারি হিসাবে) ৪ হাজারের অধিক মানুষ নিহত হন। ঘরছাড়া হন ১ লাখ মানুষ।
- ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় নিহত হন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ।
- ১৯৪৮ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে ২৭,০০০ থেকে ৪০,০০০ হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছিল ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনারা। অন্য আরেকটি হিসাবে এ সংখ্যা ২ লাখ।
- ১৯৬৭ সালে ভারতের রাঁচিতে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) চালানো গণহত্যায় নিহত হয় ১৮৪ জন।
- ১৯৬৯ সালে গুজরাটে মুশরিক হিন্দুদের চালানো গণহত্যার শিকার হন সরকারি হিসাবে ৫১২জন, বেসরকারি হিসেবে ২ হাজারের অধিক।
- ১৯৭০ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের ভিওয়াদিসহ তিনটি এলাকায় সন্ত্রাসী হিন্দু সংগঠন আরএসএস ও শিবসেনার নেতৃত্বে মুসলিমদের উপর হিংস্রভাবে ঝাপিয়ে পড়ে হিন্দুরা।এসময় হত্যা করা হয় ২৫০ এরও অধিক মানুষকে।
- ১৯৮০ সালে ভারতের মুরাদাবাদে হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদী পুলিশের চালানো নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সরকারি হিসেবে ৪০০জন, আর বেসরকারি হিসেবে ২৫০০ এর অধিক।
- ১৯৮৩ সালে ভারতের নেলিতে মুশরিক হিন্দুরা চালায় ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যা। এসময় মাত্র ৬ ঘন্টায় অফিসিয়াল হিসেবে ২১৯১ জন মুসলিমকে হত্যা করে হিন্দুরা, আর বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যাটা ১০,০০০ হাজারের অধিক।
- ১৯৮৪ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দি শহরে মসজিদের মিনারে হিন্দু সন্ত্রাসীরা গেরুয়া পতাকা উড়ায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে নামা মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও হিন্দুরা এসময় গণহত্যা চালায়। এ ঘটনায় নিহত হয় ২৭৮জন।
- ১৯৮৫ সালে গুজরাটে মুসলিমদের উপর পুনরায় গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। এসময় হত্যা করা হয় ২৭৫জনকে।
- ১৯৮৭ সালে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতের উত্তরপ্রদেশের মেরুত ও শহরের হাশিমপুরা এলাকায় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। হিন্দুদের ঐ বর্বরোচিত গণহত্যার শিকার হন প্রায় ৩৫০জন।
- ১৯৮৮ সালে হিন্দুদের বর্বরতায় আওরঙ্গবাদে ২৬ এবং মুজাফফর নগরে ৩৭ জন নিহত হন।
- ১৯৮৯ সালে ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুরে মুসলিমদের উপর এক নির্মম গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। এসময় হত্যা করা হয় এক হাজারেরও বেশি জনকে।
- ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে হিন্দুদের চালানো বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে অফিসিয়াল হিসাব মতেই দুই হাজারেরও অধিক লোক নিহত হন। বেসরকারি হিসেবে এটি আরো অনেক বেশি।
- ১৯৯৩ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় প্রতিবাদরত মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। এসময় হত্যা করা হয় ২০০০ এর অধিক মুসলিমকে।
- ১৯৯৪ সালে মুম্বাইয়ের হুবলিতে হিন্দুদের বর্বরতায় নিহত হন ৬জন এবং ব্যাঙ্গালুরুতে নিহত হন ২৫জন।
- ১৯৯৭ সালে তামিল নাড়ুর কোইমবাতুরে হত্যাকাণ্ডে নিহত হন ৬০ জন।
- ২০০২ সালে গুজরাটে হিন্দু সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মুসলিমদের উপর এক ভয়াবহ গণহত্যা চালায় হিন্দুরা। এসময় হত্যা করা হয় ২০০০ এর বেশি মুসলিমকে।

- ২০০৬ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের মালেগাউনের একটি মসজিদে জুমুআর দিন সিরিজ বোমা হামলা চালায় হিন্দু সন্ত্রাসীরা। এতে কমপক্ষে ৪০ জন মুসুল্লি নিহত হন।
- ২০১২ সালে আসামে মুসলিমদের উপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় হিন্দুরা। এসময় নিহত হয় প্রায় ৮০জন।
- ২০১৩ সালে ভারতের মুজাফফরনগরে মুশরিক হিন্দুরা মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এ হামলায় নিহত হয় কমপক্ষে ৬২ জন।
- সর্বশেষ, ২০২০ সালে দিল্লিতে মুসলিমদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায় হিন্দুরা। এখন পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হিসেবে ৫৩জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আর, অন্যান্য সূত্রে নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। প্রতিনিয়তই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। নালা-নর্দমা থেকে লাশ উদ্ধার করা হচ্ছে, হাসপাতালে মারাত্মক আহত হয়ে আছেন আরো অনেকে। তাই, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে অফিসিয়াল সূত্র জানাচ্ছে।

ভারতে হিন্দুদের বর্বরোচিত হাজার হাজার হামলার মধ্যে কেবল কয়েকটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসকল হামলায় কেবল নিহতের সংখ্যাটা বলা হয়েছে, যার বেশিরভাগই সংগ্রহ করা হয়েছে তাগুত নিয়ন্ত্রিত উইকিপিডিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে।

মূলত, ঐসকল হত্যাযজ্ঞে হিন্দু সন্ত্রাসীদের বর্বরতা যে কাউকে আতংকিত করতে সক্ষম। মায়ের পেট চিরে বাচ্চাকে হত্যা করার মতো জঘন্যতম ঘটনা পর্যন্ত ঘটিয়েছে হিন্দুরা। আর, মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করাকে তারা যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে! মসজিদ, মাদ্রাসা, এমনকি পবিত্র কুরআন পর্যন্ত পুড়িয়েছে হিন্দুরা। জ্বালিয়ে দিয়েছে মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাট। লুট করেছে মুসলিমদের সম্পত্তি। প্রতিটি হামলার ঘটনাতেই আছে হিন্দুদের এরূপ বর্বরতার ভয়ানক চিত্র। যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। স্ত্রাসীদের বর্বরতা যে কাউকে আতংকিত করতে সক্ষম। মায়ের পেট চিরে বাচ্চাকে হত্যা করার মতো জঘন্যতম ঘটনা পর্যন্ত ঘটিয়েছে হিন্দুরা। আর, মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করাকে তারা যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে! মসজিদ, মাদ্রাসা, এমনকি পবিত্র কুরআন পর্যন্ত পুড়িয়েছে হিন্দুরা। জ্বালিয়ে দিয়েছে মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাট। লুট করেছে মুসলিমদের সম্পত্তি। প্রতিটি হামলার ঘটনাতেই আছে হিন্দুদের এরূপ বর্বরতার ভয়ানক চিত্র। যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব।











# দিল্লি গণহত্যার কিছু চিত্র

দিল্লিতে মুশরিক হিন্দুরা অনেকগুলো মসজিদ ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

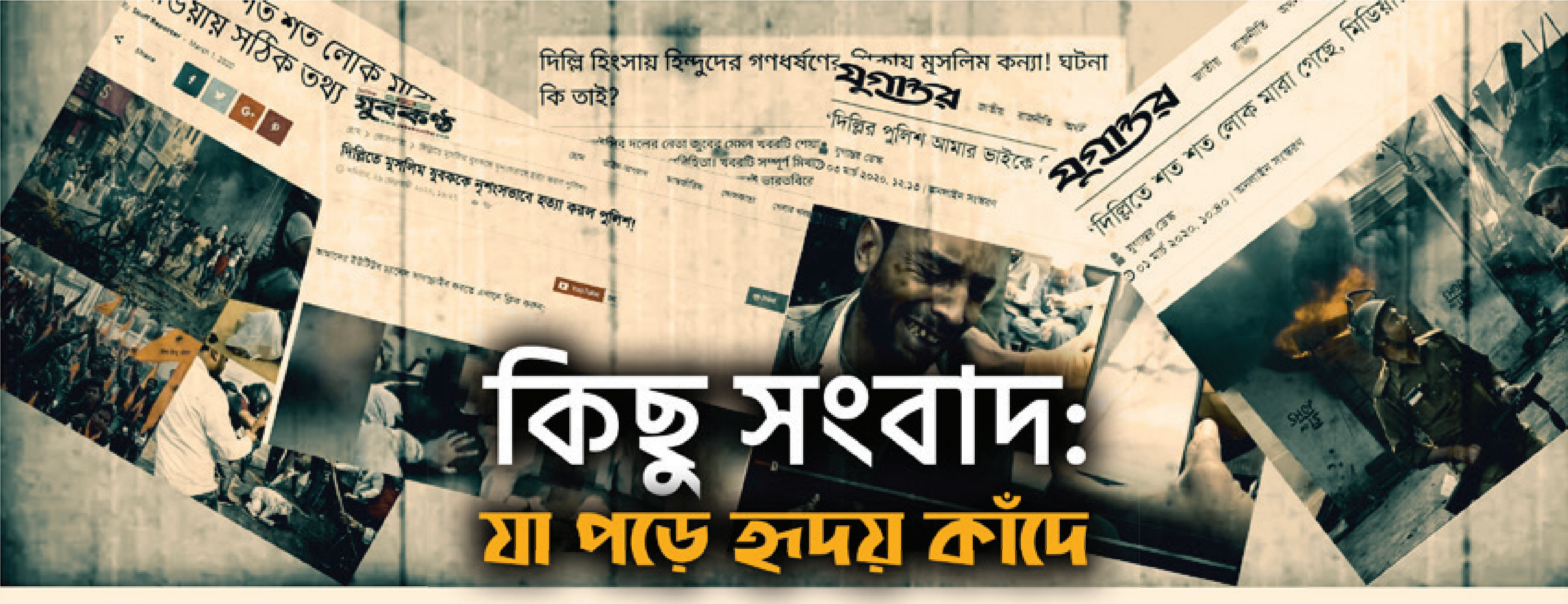




দিল্লিতে মুশরিক হিন্দুরা মুসলিমদের শত শত বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে



মুসলিমদের উপর হিন্দুদের নৃশংস হামলা ও হতাহত মুসলিমদের কিছু দৃশ্য




# কিছু সংবাদ: যা পড়ে হৃদয় কাঁদে

## দিল্লিতে অন্তত ৭ মালাউন হিন্দু ১৩ বছর বয়সী মুসলিম মেয়েকে গণধর্ষণ করেছে



**দিল্লিতে** মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। সেই সাথে চলছে মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ। গত ১ মার্চ দিল্লির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জাফরাবাদের ১৩ বছরের মুসলিম কিশোরী দিবাকে গণধর্ষণ করেছে মালাউন হিন্দুরা।

সংবাদ মাধ্যম "দি রিপাবলিক অফ বুজ" এর মাধ্যমে জানা যায়, মালাউন মুশরিকরা দিবার এলাকায় হামলা চালিয়ে ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মুসলমানদেরকে ঘিরে ধরে বাড়ি বাড়ি লুটপাট ও তল্লাশি চালায়। এসময় ইজ্জত বাঁচাতে দিবা অন্ধকার একটি গলিপথ দিয়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু মুশরিকরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। দিবা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে সাহায্য চাইলো। তবে শেষ অবধি মালাউন মুশরিকরা তাকে ধরে ফেলে এবং কাছাকাছি একটি পরিত্যক্ত কক্ষে নিয়ে গণধর্ষণ করে। দিবা চিৎকার করতে থাকলেও উদ্ধারের জন্য কেউ আসেনি। কমপক্ষে সাত হিন্দু তাকে হিংস্রভাবে গণধর্ষণ করেছে এবং ধর্ষণের ছবি তুলেছে।

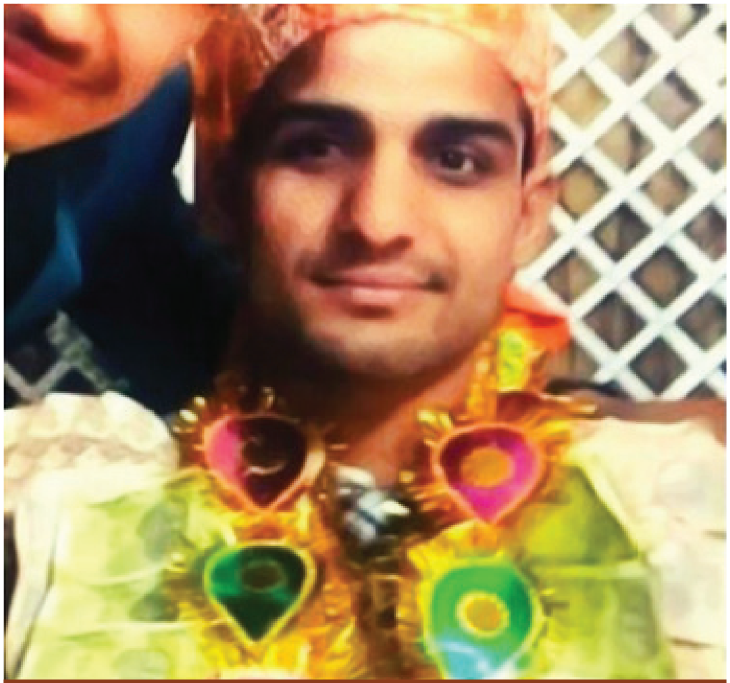
পরে, হিন্দু সন্ত্রাসীরা দিবাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে গেলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে। অতিরিক্ত নির্যাতনের ফলে ব্যাথায় তার শরীর কালো হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরলে সে তার দগ্ধ প্রতিবেশীদেরকে তার পাশে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে। হিন্দু মালাউন সন্ত্রাসীরা তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। গণধর্ষণের ফলে দিবার দেহে জ্বর আসে এবং মারাত্মকভাবে রক্তক্ষরণ হয়।.

মুসলিম সংখ্যালঘুদের দমন করতে ভারতীয় মালাউনরা প্রায়শই ধর্ষণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। দিবার ধর্ষণের ভয়াবহ কাহিনী মূলত ভারতের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা গণহত্যা, লুটপাট,অগ্নিসংযোগ এবং মুসলিমদের ধর্ষণ করছে।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, আসাম, ছত্তিসগড় এবং তামিলনাড়ুর মতো অঞ্চলগুলোতেও ভারতীয় মালাউনরা নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করার ইতিহাস তৈরি করেছে।



alfirdaws.org



# “নাম কিয়া? — আশফাক ”... অতঃপর বুকে পাঁচটা গুলি

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী হিন্দুরা এক নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত পত্রপত্রিকার ভাষ্যমতে নিহতের সংখ্যা ৫১জনে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই নালা-নর্দমা থেকে লাশ উদ্ধার হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও অন্যান্য সূত্রে এ সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি।
মুশরিক হিন্দুদের চালানো এ নির্মম গণহত্যায় নিহতদের অনেক পরিবার হারিয়েছে তাদের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম, স্ত্রী হারিয়েছেন তার স্বামী, স্বামী হারিয়েছেন তার স্ত্রী এবং পিতা-মাতা হারিয়েছেন তাদের আদরের কলিজার টুকরা প্রিয় সন্তান। মায়েরা যখন তাদের ছোট ছেলেদের হারিয়েছেন, ছোট বাচ্চারা হারিয়েছে তাদের আশ্রয়স্থল পিতাকে। তারা আর কখনও তাদের পিতাদের দেখতে পাবে না। নববধূ হারিয়েছে তার নতুন স্বামীকে। এরকমই একটি গল্প আশফাক হুসেনের স্ত্রীর, মাত্র এগার দিন আগে আশফাকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

মোস্তফাবাদের ২২ বছর বয়সী যুবক আশফাক হুসেন। মালাউন মুশরিক হিন্দুরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আশফাক সেদিন কাজ করতে বেরিয়েছিলেন। হিন্দু সন্ত্রাসীরা সেদিন মুসলিমদেরকে যেখানেই পাচ্ছিল, সেখানেই হত্যা করছিল। এমনকি সাংবাদিকদের পরনের কাপড় "প্যান্ট" খুলে পর্যন্ত পরীক্ষা করছিল মুসলিম কি না।
হিন্দু সন্ত্রাসীরা পথিমধ্যে এক যুবককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে "তেরা নাম কিয়া?" (তোর নাম কি?)। লোকটি উত্তর দেন—“আশফাক হোসেন।” ইসলামী নাম শুনেই মালাউন হিন্দুরা সাথে সাথে আশফাকের বুকে পাঁচটি গুলি নিক্ষেপ করে। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আশফাক।

আশফাকের ঘটনায় তার পুরো পরিবার নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মাত্র ১১দিন আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন। আশফাকের এক আত্মীয় বলেন, “উসকে হাতোঁ কী মেহেন্দি কা রঙ ছোঠা থা আভি,” (তাঁর হাতের মেহেদির রঙ এখনও শুকায়নি )। তাঁর স্বজনরা জানিয়েছিলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ তারিখে আশফাক বিয়ে করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

আশফাকের পুরো পরিবার নিস্তব্ধ- নীরবতায় ডুবে আছে। কারণ তাদের পরিবারে আশফাক আর কোন দিনও ফিরে আসবেনা। আশফাকের খালা হাজরা বলছিলেন, "কিতনি তাকলিফ কা সামনা কারকে হাম আপনে বাচ্চোঁ কো পাল পোসকার বাঁড়া করতে হেঁ, আর এক হি ঝাঁটকে ম্যাঁ আ-কার, ওঁ্যাসে ওঁ মার ডালতে হ্যাঁ” (অনেক কষ্ট করে আমরা আমাদের বাচ্চাকে লালন-পালন করেছি। আর তারা মাত্র এক মুহূর্তেই আমাদের থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে )।
“আঁপ হি বাতায়ে উসকি ১১ দিন কি বিবি কিয়া কারেগি আব? কাঁহা জায়েগি ওঁ? কিয়াঁছি জিয়েগি ওঁ! " (আপনারাই বলুন, আশফাকের ১১দিনের স্ত্রী এখন কী করবে? সে কোথায় যাবে? কীভাবে বাঁচবে?)— হাজরা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।

মুদাসসির আশফাকের ভাই। তিনি ভাইয়ের লাশ আনতে হাসপাতালে যান। সেখানে তিনি তাঁর ভাইকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন।
তিনি বলেন, আশফাক তাঁর বন্ধুদের সাথে ব্রিজপুরি পুলিয়াতে পৌঁছাতেই হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাদের ঘিরে ফেলে। আশফাকের বন্ধুরা সশস্ত্র লোকদের দেখেই তাঁকে একা রেখে পালিয়ে যায়। মুখোশ পরে হিন্দু সন্ত্রাসীরা আশফাককে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। আশফাক তাৎক্ষণিক জবাব দেয়। নাম বলতেই তাকে গুলি করে হিন্দুরা।
মুদাসসির বলেন, তাকে কেবল গুলিবিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। সে অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত হিন্দুরা তাকে বেশ কয়েকবার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে।

মুদাসাসিরের মতে আশফাকের বন্ধুরা দুর থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু তারা নিজেরাই অসহায় ছিল এবং তাকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারেনি। হিন্দু সন্ত্রাসীরা গুলি করে যাওয়ার পর বন্ধুরা তাকে জিটিবি হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে হাসপাতালে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরে, কাছের অন্য একটি হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয়। প্রায় দুই ঘন্টা হাসপাতালে থাকার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আশফাক, শামিল হন লাশের মিছিলে।

# ‘তোদের নাকি আজাদি চাই? এই নে আজাদি’




দিল্লির মৌজপুরে মোহাম্মদ ইব্রাহিমের বাড়ির গেট ভেঙে ঢুকে এক দল লোক যখন পেট্রল ছড়াচ্ছে, তাদের মুখে একটাই শাসানি। আবার খাজুরি খাসে বিএসএফ জওয়ান মোহাম্মদ আনিসের বাড়িতে তাণ্ডব শুরুর সময় একই সুরে গালিগালাজ— ‘ইধার আ পাকিস্তানি! তুঝে নাগরিকতা দেতে হ্যায়।’

প্রথমে বাড়ির বাইরে গাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তার পরে আনিসের বাড়িতে ঢুকে গ্যাস সিলিন্ডার খুলে আগুন ধরিয়ে দেয় জনতা, ২০০২ সালে গুজরাটের মতোই। বাবা, কাকা, খুড়তুতো বোনকে নিয়ে কোনও ক্রমে পালান আনিস। তাঁর আর বোনের বিয়ের জন্য টাকা, গয়না রাখা ছিল বাড়িতেই। সব পুড়ে ছাই।

মৌজপুর-বাবরপুর চক থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিলেই সারি সারি দোকানের ধ্বংসস্তূপ কালো ছাই মেখে দাঁড়িয়ে। দোকানের সামনে আবিদ হুসেন বলছিলেন, ‘আগুন লাগানোর সময় বাধা দিয়ে বললাম, কী দোষ করেছি? মারতে মারতে বলল, তোদের বড্ড বাড় বেড়েছে। গোটা দেশকে শাহিন বাগ বানাতে চাইছিস!’

মঙ্গলবার রাতে ভজনপুরায় পাঁচ যুবককে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়। কারখানার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের এক জন, বছর কুড়ির হাবিবের মাথায় ব্যান্ডেজ। মুখ ফেটেছে। হাবিব বলেন, ‘উইকেট দিয়ে পেটাচ্ছিল আর বলছিল, তোদের নাকি আজাদি চাই? এই নে আজাদি।’

জাফরাবাদের রাস্তার পাশের মাঠে শাহিন বাগের মতোই দু’মাস ধরে সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে ধর্না চলছিল। সীলমপুর থেকে জাফরাবাদ পর্যন্ত দু’কিলোমিটার রাস্তায় বন্ধ দোকানের শাটারে কালো কালিতে লেখা: ‘নো সিএএ, নো এনআরসি’। জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের হলুদ রঙের দেওয়াল, রাস্তার মধ্যে মেট্রো লাইনের স্তম্ভের গায়েও একই স্লোগান। জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের নীচের রাস্তায় ধর্না শুরুর পরেই বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র তিন দিনের মধ্যে রাস্তা খালি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বুধবার পুলিশ-আধাসেনা জাফরাবাদের রাস্তা খালি করার পরে কপিল ঘোষণা করেন, ‘আর কোনও শাহিন বাগ হবে না।’

একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে জাফরাবাদ, মৌজপুর, ভজনপুরা, মুস্তফাবাদ, ব্রিজপুরী, গোকুলপুরীতে। গোকুলপুরীর ছাই হয়ে যাওয়া টায়ার মার্কেটের ব্যবসায়ী ইউসুফ হারুন বলেন, ‘সোমবার বিকেল থেকে ওরা একের পর এক দোকানে আগুন লাগিয়েছে। আর বলেছে, গোটা দিল্লিটাকে শাহিন বাগ করতে দেব না।’ ব্যবসাদার জামিল সিদ্দিকির কথায়, ‘ওরা বলছিল, তোরা গোটা দেশে সিএএ-এনআরসি নিয়ে অশান্তি পাকাচ্ছিস। গুজরাটের মতো আর একটা দাওয়াই না-দিলে চলবে না।’

বধ্যভূমি উত্তর-পূর্ব দিল্লির এ-সব আলাদা ঘটনার একটাই যেন যোগসূত্র— সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা। দিল্লির উদাহরণ দেখিয়ে শাহিন বাগের মতো আন্দোলন আর কোথাও দানা বাঁধার আগেই শেষ করে দেওয়া।

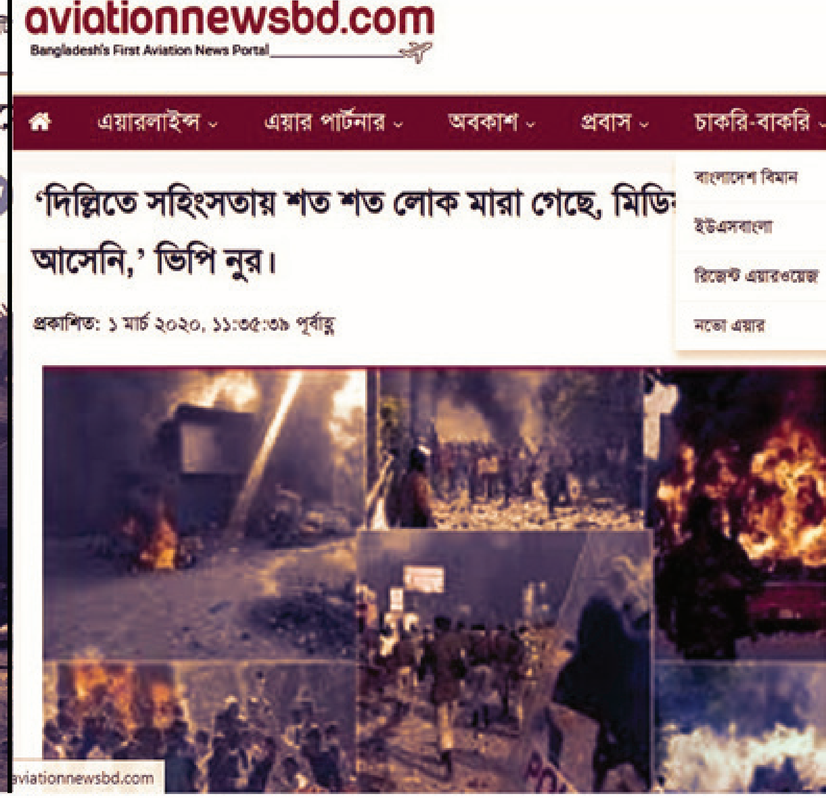
দিল্লির ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডিজ় অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ়’-এর অধ্যাপক হিলাল আহমেদের মন্তব্য, ‘বার্তা স্পষ্ট। রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে মত প্রকাশের অধিকার নেই। বিশেষত আপনি যদি গরিব, চাষি, মহিলা, দলিত, আদিবাসী বা মুসলিম হন।’



যুগান্তর
জাতীয় রাজনীতি অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সারাদেশ খেলা আইটি

দিল্লিতে শত শত লোক মারা গেছে, মিডিয়ায় সঠিক তথ্য আ

যুগান্তর ডেস্ক
০১ মার্চ ২০২০, ১০:৪০ | অনলাইন সংস্করণ



aviationnewsbd.com
Bangladesh's First Aviation News Portal

এয়ারলাইন্স এয়ার পার্টনার অবকাশ প্রবাস চাকরি-বাকরি
বাংলাদেশ বিমান
ইউএসবাংলা
রিজেন্ট এয়ারওয়েজ
নভো এয়ার

‘দিল্লিতে সহিংসতায় শত শত লোক মারা গেছে, মিডি
আসেনি,’ ভিপি নুর।

প্রকাশিত: ১ মার্চ ২০২০, ১১:৩৫:৩৯ পূর্বাহ্ন

aviationnewsbd.com

# ‘দিল্লিতে শত শত লোক মারা গেছে, মিডিয়ায় সঠিক তথ্য আসেনি’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস (RSS) ও বিজেপির উগ্র সমর্থক, নেতাকর্মীরা দিল্লিতে টার্গেট করে মুসলিমদের ওপর হামলা চালিয়েছে। বাড়িঘর, দোকান ও মসজিদে আগুন দিয়েছে।

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার নিজের ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।

নুর আরও জানান, দিল্লি সহিংসতা নিয়ে তার এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে বলেছে, ‘বিভিন্ন এলাকায় যে সহিংসতা হয়েছে, তাতে শত শত লোক মারা গেছে; মিডিয়ায় সঠিক তথ্য আসেনি। সহিংসতা, হামলায় যারা অংশ নিয়েছে, তারা বহিরাগত এবং মূলত আরএসএস বিজেপির কর্মী, সমর্থক ছিল। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় পুলিশই হামলা চালিয়েছে, অগ্নিসংযোগ করেছে।’

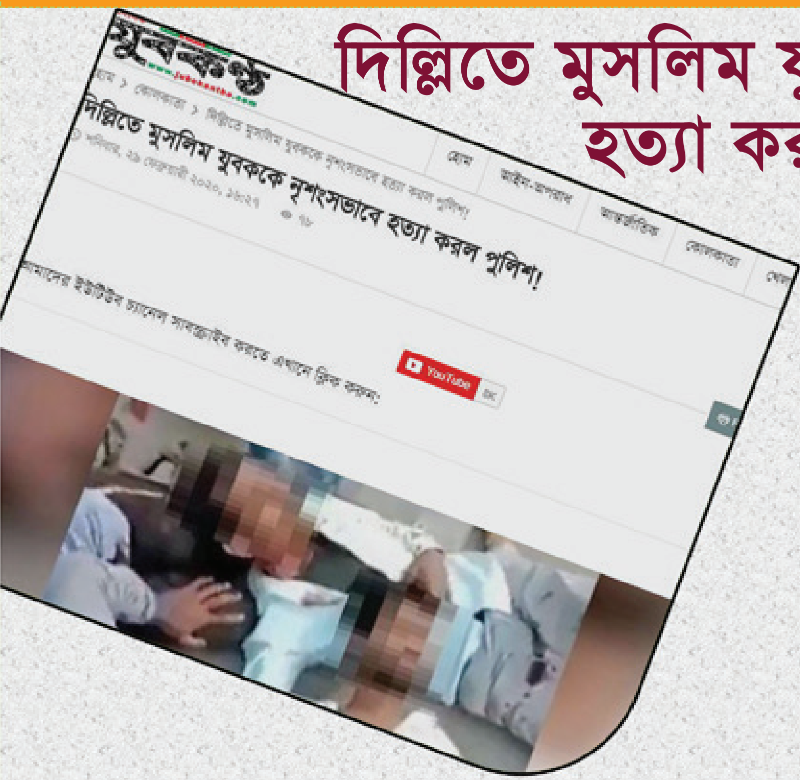




# দিল্লি গণহত্যায় পুলিশের ভূমিকা

“ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সহিংসতা বন্ধের চেষ্টা না করে উন্মত্ত জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে জয় শ্রী রাম বলে স্লোগান দিচ্ছিল পুলিশ। একই সঙ্গে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে তারা। এমনকি, দিল্লির মসজিদে অগ্নিসংযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পুলিশের সম্পৃক্ততার কথাও তুলে ধরে ওয়াশিংটন পোস্ট। তাছাড়া বহিরাগত হামলাকারী ও হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রের চালানও ঠেকাতে ব্যর্থ হয় প্রশাসন।”

## দিল্লিতে মুসলিম যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করল পুলিশ



দিল্লিতে মুসলিম যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করল পুলিশ!



দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চলাকালীনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলা একটি ভিডিও। তাতে আধমরা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা ৫ যুবকের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাতে দেখা গিয়েছিল পুলিশকে।

জোর করে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ানো হচ্ছিল তাদের দিয়ে। না গাইলে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় মাথায় আঘাত করা হচ্ছিল। জানতে চাওয়া হচ্ছিল, ‘আর আজাদি চাই!’ নৃশংস অত্যাচারের শিকার সেই ৫ জনের মধ্যে ফয়জানের মৃত্যু হয়েছে।

ফয়জানের ভাই নঈম জানিয়েছেন, গত ২৩ তারিখ বাড়ির কাছেই একটা জায়গায় গিয়েছিল ফয়জান। শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে সিএএ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ওই এলাকায় কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটতে শুরু করে। ভয়ে-আতঙ্কে চিত্কার করে যে যেদিকে পারে পালাতে শুরু করে। মুহূর্তেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ওই এলাকায়। সেই সময়েই পুলিশের সামনে পড়ে যায় ফয়জান এবং আরও কয়েকজন। বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের বেধড়ক মারতে শুরু করে পুলিশ।

নঈমের ভাষায়, পুলিশ নৃশংসভাবে ওদের মেরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বারবার বলছিল আজাদি চাই, এই নে আজাদি। একবারও জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি কীসের জন্য আজাদি চাই। এভাবে মারার অধিকার পুলিশকে কে দিয়েছে? ওরা কি আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পান না? গুরুতর জখম অবস্থায় ফয়জান এবং বাকি ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

নঈমের অভিযোগ, চিকিত্সা হতে না হতেই ফের ছেলেগুলোকে টেনে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। থানায় দুদিন আটকে রাখা হয় ফয়জান এবং বাকি ছেলেদের। নঈমের দাবি, তার ভাইকে থানাতেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।

নঈম আরও জানিয়েছেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলা থানা থেকে ফোন আসে। পরিবারকে বলা হয় থানায় গিয়ে ফয়জানকে নিয়ে আসতে। ভাইকে ফেরত পাওয়ার আশায় ছুটে যান নঈম এবং ফয়জানের শ্যালক বাবলু। থানা থেকে বেরিয়েছিল ফয়জানের

ক্লান্ত রক্তাক্ত শরীর। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। চোয়াল ভাঙা। চরম নির্যাতনের ছাপ গোটা শরীর জুড়ে। ফয়জানকে দেখেই বাবলু এবং নঈম বুঝেছিলেন থানায় নির্মম অত্যাচার চলেছে তাদের ভাইয়ের উপর।

তারা জানিয়েছেন, সারারাত যন্ত্রণায় কাতরেছিল ফয়জান। বিড়বিড় করে বলেছিল, পুলিশ আমায় মেরেছে, খুব মেরেছে। সকাল হতেই গুরুতর জখম ফয়জানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটেন নঈম এবং বাবলু। ফয়জানকে রেফার করা হয় হাসপাতালে। সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।

এভাবে, গেরুয়া সন্ত্রাসীদের উন্মত্ত ভিড়টাকে যেন পুলিশই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। গণহত্যার একদিন, উর্দিধারী পুলিশ ইঙ্গিত দিতেই পড়িমরি ছুট লাগাল জনতা। তার পরেই শুরু দেদার পাথর ছোড়া। ভাইরাল হওয়া একটি ক্লিপে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, সে দিন পাথর ছুড়েছিল দিল্লি পুলিশও। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব দিল্লির খজুরী খাস এলাকার ওই মহল্লায় যান বিবিসি-র এক সাংবাদিক। তাঁকে হিমাংশু  রাঠৌর নামে এক স্থানীয় যুবক জানান, সে দিন পুলিশই তাঁদের পাথর জোগাড় করে দিয়ে বলেছিল— 'মারো'।




# ১৩ হাজার ২০০ ফোন পেয়েও নিষ্ক্রিয় ছিল দিল্লি পুলিশ!



# দিল্লীতে দাঙ্গা নয় হয়েছে মুসলিম বিরোধী পগরম

## লেখক: রেদোয়ান সায়িদ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত সফরে আসার পর থেকেই ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয় মুসলিমবিরোধী পগরম । ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন চল্লিশের অধিক মানুষ *। বিষয়টাকে হলুদ মিডিয়াগুলো দাঙ্গা বলে প্রচার করলেও তা আসলে দাঙ্গা নয় , পগরম। দাঙ্গা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত সফরে আসার পর থেকেই ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয় মুসলিমবিরোধী পগরম । ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন চল্লিশের অধিক মানুষ *। বিষয়টাকে হলুদ মিডিয়াগুলো দাঙ্গা বলে প্রচার করলেও তা আসলে দাঙ্গা নয় , পগরম। দাঙ্গা বা রায়টের সাথে পগরম-এর (Pogrom) পার্থক্য হল, পগরমে সরকার এক পক্ষকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে নিশ্চিন্তে, নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংস চালানো হয়।

দিল্লীতে উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা ফেব্রুয়ারীর শেষ কয়েকদিন যাবৎ নিশ্চিন্তে , নির্বিঘ্নে, সংঘবদ্ধভাবে মুসলিমদের হত্যা, নির্যাতন, মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ, মসজিদে হামলা, অগ্নিসংযোগ, বেছে বেছে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে লুণ্ঠনসহ অজস্র অপকর্ম করেছে। এতে প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়, বরং প্রশাসনই মুলত এদেরকে উস্কে দিয়েছে। পুলিশকে দেখা গেছে হিন্দু সন্ত্রাসীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভুমিকা রাখতে এবং কোথাও কোথাও পুলিশ নিজেই ধ্বংসযজ্ঞে হিন্দুদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে অংশ নিয়েছে।

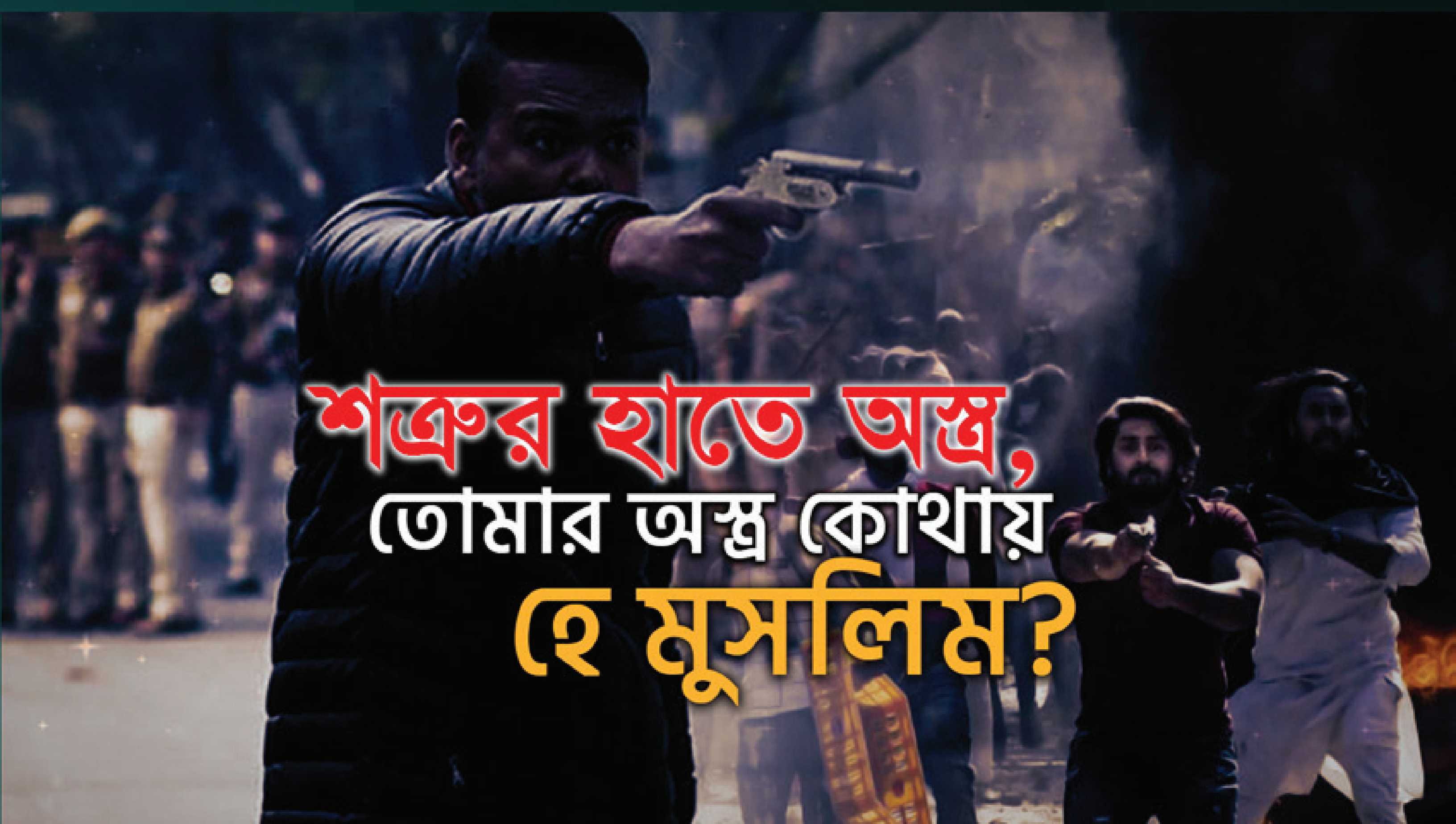
কলকাতার সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , "রাজধানীতে চার দিনব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালীন দিল্লি পুলিশের কাছে ১৩ হাজার ২০০টি ফোন গিয়েছিল। কোথাও গুলি চলছে, কোথাও গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ আসছিল। তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।"

আহতদের হাসপাতালে সুচিকিৎসা দিতেও গড়িমসি করা হয় । কেউ কেউ বাধ্য হয়ে আদালতে রিট করেন *। দিল্লীর বিচারপতি মুড়ালিধর বুধবার এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রসঙ্গে নির্যাতিতদের করা রিট আবেদন শুনেন। আর মোট তিনটি শুনানিকালেই তিনি সরকার ও পুলিশকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে পর্যবেক্ষণ দেন। উসকানিদাতা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ায় পুলিশ ও এটর্নি জেনারেলের দফতরকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেন এবং দ্রুত এফআইআর গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন।
তৃতীয় রিট আবেদনের শুনানি শেষে তিনি সরকারকে নির্দেশ দেন, 'সংঘাতে আহতদের চিকিৎসা, উদ্বাস্তুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে।' প্রত্যেকটা শুনানির বিরুদ্ধে পোক্ত অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষে শুনানি করা সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার। কিন্তু বিচারপতি মুরালিধর তাতে একমত না হয়ে দ্রুততার সঙ্গে রিট পিটিশন আমলে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তড়িৎ নির্দেশ দিয়েছেন।

বিস্ময়করভাবে সেই দিন রাতেই ভারত সরকার তাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে ইমিডিয়েট বদলির নির্দেশ দেয়। এইরকম তাৎক্ষণিক আদেশ কেবল নজিরবিহীনই নয় বরং তা শাস্তিমূলক বদলির ক্ষেত্রেও তা বিরল।
আহতদের চিকিৎসায় সরকারের অবহেলা, হিংসাত্মক

কর্মকাণ্ডে পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এমনকি খোদ সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষে শুনানি গ্রহণ করে জনগণের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের প্রশ্নে রায় দিয়ে নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা বিচারপতির বিরুদ্ধে এই ‘শাস্তিমূলক’ পদক্ষেপ আবারো প্রমাণ করে ভারতে আজ যা হচ্ছে তা রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রেরই আঁকা ছক।

ফলত একথা বলতে আপত্তি নেই যে এটা কোন দাঙ্গা নয় বরং শাসনতন্ত্রের ছকে আঁকা সুপরিকল্পিত জাতিগত নিধন (Ethnic cleansing) তথা পগরম। সার্বিকভাবে যা দেখা যাচ্ছে তাকে পগরম না বলে, দাঙ্গা বলার কোন সুযোগ নেই।



# দিল্লি গণহত্যা নিয়ে উলামাদের মন্তব্য





আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দা.বা.

দিল্লীতে মুসলমানদের উপর চালানো ভয়াবহ নির্যাতন পরিষ্কার রাষ্ট্রীয় নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যার পাশাপাশি পবিত্র স্থান মসজিদে আগুন দেয়া হয়েছে, খুঁজে খুঁজে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে অগ্নি-সংযোগ করা হয়েছে। ভারতের শত শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্যের অবদানে মুসলমানদের নাম মিশে আছে- এমনটি দাবী করে তিনি আরও বলেন, ভারতের ঐতিহাসিক বহু স্থাপত্য মুসলমানদের তৈরি। চাইলেই এসব মুছে দেয়া যায় না।

বিজেপিসহ কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো ভারতকে মুসলিমশূন্য করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ধারাবাহিক যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে তা মোদি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পতন ডেকে আনবে দাবী করে তিনি বলেন, ভারতের উচিৎ নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা।



আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা.

"ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী।

সম্প্রতি ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন সিএএ-এর প্রতিবাদ করায় দেশটির রাজধানী দিল্লিতে মুসলমানদেরকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজিদকে ভেঙে তাতে গেরুয়া পতাকা উড়িয়েছে। এসব ঘটনার নিন্দা ও ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আমরা লক্ষ্য করছি, গুজরাটের কসাইখ্যাত মোদি সরকার আবারো মুসলিম হত্যার হোলি খেলায় মেতে উঠেছে।

মুসলমান ধৈর্যশীল তবে ভীরু নয়। মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।"



মুফতি তাকি উসমানি দা.বা.

দিল্লিতে মুসলিম হত্যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুফতি তাকি উসমানি দা.বা.।

শুক্রবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দেয়া ওই বার্তায় তিনি লেখেন– গোটা ভারতসহ বিশেষ করে দিল্লিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে চরম বর্বরতা। চলমান এ বর্বরতা মোদি সরকারের ঘৃণ্য চেহারাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

'এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটি তাদের জন্য বড় একটি পরীক্ষা। নাকি বৈশ্বিক নীতিমালার অনুসরণ শুধু আমাদের (মুসলিমদের) জন্যই? আমরা কি শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকব?'



মুফতি নুর হোসাইন কাসেমী দা.বা.

"দিল্লিতে মুসলমানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সেখানে কোনও নিরাপত্তা নেই। আগুন দিয়ে মসজিদ পোড়ানো হচ্ছে। মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলছে। অনতিবিলম্বে এই নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হোক।

এ ভারতকে মুসলমানরাই স্বাধীন করেছে। আর আজকে সেই মুসলমানদের সঙ্গে মোদি সরকার নিপীড়ন নির্যাতনমূলক আচরণ করছে। অথচ তারা নিজেরাই ছিলেন ইংরেজদের দালাল। সেই দালাল গোষ্ঠীই আজকে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে।"





মাওলানা মামুনুল হক দা.বা.

"যদি একতরফাভাবে আমাদের ভাইদের রক্ত দিয়ে এভাবে হোলি খেলা চলতে থাকে, যদি মুসলমানদের হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে, মুসলমানদের মসজিদগুলো যদি শহীদ করা হতে থাকে, ভারত থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে থাকে, বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলোকে যদি আক্রান্ত করার, ক্ষতিগ্রস্ত করার পায়তারা চলতে থাকে, আর এভাবে যদি আমাদের উপর যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা হয়, তাহলে ভারতের ৩৫ কোটি মুসলমান, বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলমান, আফগানিস্তানের ১০ কোটি মুসলমান, পাকিস্তানের ২০ কোটি মুসলমান— ৮০ কোটি মুসলমান সেই চূড়ান্ত যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত।"

# সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা



## দিল্লি পগরম :
### সমাধান খুঁজবেন যেখানে

দাঙ্গা বা রায়টের সাথে পগরম-এর (Pogrom) পার্থক্য কী? পার্থক্য হল, পগরমে সরকার এক পক্ষকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে নিশ্চিন্তে, নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংস চালানো যায়। আজ ভারতে যা হচ্ছে সেটা পগরম, দাঙ্গা না। There is method to the madness. খুব হিসেব করে বজরঙ দলসহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের ব্যাকআপ ফোর্স হিসেবে আছে দিল্লি পুলিশ। ২০০২ সালে যখন গুজরাটে দাঙ্গা হয়েছিল তখন বজরঙ দলের (আরএসএস-এর গুন্ডা শাখার প্রতিষ্ঠান) নেতাদের কাছে আদমশুমারী থেকে মুসলিমদের তথ্য আলাদা করে প্রিন্ট করে দেয়া হয়েছিল। বেছে বেছে মুসলিমদের আক্রমণ করেছিল ওরা। এখন দিল্লীতে তাই হচ্ছে। তবে এটা বিজেপি কিংবা আরএসএস এর মনোপলি না। এটা সেক্যুলার হিন্দু-স্তানের পুরনো ঐতিহ্য।

.

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর শিখদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল এভাবেই। গোছানো তান্ডব ছিল। আজকের মতো তখনো পুলিশ ছিল কখনো নিস্ক্রিয় দর্শক, কখনো সক্রিয় সমর্থক। হিন্দুত্ববাদীরা যখন বাবরি মসজিদ ভাঙছিলো তখন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল দর্শক হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ছিল ঘুমে (সত্যি বলছি, ঠাট্টা না।) এ ঘটনার পর হওয়ার মুম্বাই 'রায়টে'-র চিত্র ছিল একইরকম। একই অবস্থা ছিল ২০১৩ এর মুজাফফারনগর 'রায়টে'। বারবার রাষ্ট্রযন্ত্র (কংগ্রেস কিংবা বিজেপি) মুসলিমদের (কিংবা অন্য কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে হিন্দুদের সমর্থন এবং প্রটেকশান দিয়েছে। মিডিয়া এসব হত্যাযজ্ঞকে ওয়াইট ওয়াশ করেছে। এবং, আইসিং অন দা কেইক হল, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রীতিমত আদালতের মাধ্যমে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনাকে এক অর্থে বৈধতা দিয়েছে। হুকুম দিয়েছে বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর রামমন্দির নির্মানের। এই হল গান্ধী, নেহেরু, আম্বেদকার আর ইন্দিরার ভারতের বাস্তবতা। সাভারকার, গোয়ালকর, মোদি আর অমিতশাহর ভারতের মতোই।

.

গত ২ দিনে দিল্লীতে ৩৫ জনের বেশি মারা যাবার খবর শোনা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। শতের ওপরে আহত। কেউ স্পষ্ট করে বলছে না, তবে আকারে ইঙ্গিতে যতোটুকু বলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন অনেক মুসলিম বোন। আল্লাহুল মুস্তা'আন। গত ক'দিনের হিসেবী তান্ডব হয়তো আর ২/৩ দিনের মধ্যে স্থিমিত হয়ে আসবে। তারপর চলবে স্বভাবসুলভ উপমহাদেশীয় তরিকায় ইতিহাস বদলানোর প্রক্রিয়া। ঠান্ডা মাথার হত্যা, লুটপাট, ধ্বংস আর ধর্ষন হয়ে যাবে 'দাঙ্গা'। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুত্ববাদীদের পরিকল্পিত অপারেশনকে বলা হবে 'দাঙ্গা', যেখানে 'দু পক্ষেরই দোষ ছিল'। তার কিছুদিন পর হবে আবার অন্য কোন 'দাঙ্গা'। সুর্যের চেয়ে বালি গরম হয়। হিন্দুত্ববাদীদের আগেই প্রপাগ্যান্ডা শুরু করে দিয়েছে ওদের দালাল প্রথম কালো। পগরমকে চালিয়ে দিচ্ছে 'সংঘর্ষ' বলে। সামনে এমন বলবে আরো অনেকে। যা-ই হোক আমরা যেন মনে রাখি এটা দাঙ্গা না। সংঘর্ষ না। এটা পগরম। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিসেব করা হয় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, ধ্বংস। সামনে আগানোর জন্য এগুলো মনে রাখাটা দরকার।

অনেক আগে পড়া একটা বইতে, সম্ভবত হিরোশিমা নিয়ে, একটা কথা পড়েছিলাম, কোন বিপর্যয়ের পর হাসপাতালে যখন একসাথে অনেক আহত মানুষ আসতে থাকে, ডাক্তাররা তখন সবচেয়ে মুমূর্ষু মানুষদের চিকিৎসা প্রথমে করেন না। বরং তুলনামূলকভাবে যারা কম আহত তাদের দিকে মনযোগ দেন (Advanced Triage)। বিষয়টা প্রথমে কাউন্টার ইন্ট্যুইটিভ মনে হয়। কিন্তু এর পেছনে যুক্তি আছে। যদি সবাইকে চিকিৎসা দেয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে বেছে বেছে ঐ মানুষদের চিকিৎসা দেয়া উচিৎ, যাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। যাদের মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত তাদের পেছনে সময়, শ্রম খরচ করে লাভ নেই। যেহেতু সামর্থ্য সীমিত তাই হিসেব করে সেটা খরচ করতে হবে। হিসেবটা শীতল, নিষ্ঠুর কিন্তু যৌক্তিক। এ কঠিন অবস্থায় এমন অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়ে।

.

ভারতের আজকের অবস্থাটা আমার কাছে এরকম মনে হয়। নিঃসন্দেহে যা হচ্ছে তা সহ্য করা কঠিন। খুব কঠিন। কিন্তু এটা এমন একটা পর্যায় যার মধ্য দিয়ে অবধারিতভাবে ভারতের মুসলিমদের যেতে হবে। ভারতীয় মুসলিমরা এখনো বিদ্যমানতার ওপর ভরসা করে আছেন। মোদীর ভারতের কাছ থেকে বাঁচতে সাহায্য আশা করছেন গান্ধীর ভারতের কাছ থেকে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে মুসলিমদের প্রশ্নে মৌলিক তেমন কোন পার্থক্য নেই সেটা যেভাবেই হোক, আলটিমেটলি তাদের বুঝতে হবে। কাশ্মীর এ বাস্তবতার জলজ্যান্ত সাক্ষী। আজকে দিল্লিতে যা হচ্ছে দশকের পর দশক ধরে কাশ্মীরে তা হয়েছে। গত কয়েকমাসে দিল্লিতে কিংবা উত্তরপ্রদেশে যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা গত কয়েক মাসে কাশ্মীরে ঘটে গেছে। কিন্তু কাশ্মীর থেকে ভারতের মুসলিমরা শিক্ষা নেননি। অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পর একজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘অনেকে একে ভাবছেন কাশ্মীরের ভারতীয়করণ, কিন্তু এটা আসলে ভারতের কাশ্মীরীকরণের সূচনা’। এই মন্তব্য আজ খুব একটা ভুল মনে হচ্ছে না।

আগেকার পগরম-গুলো ছিল ইস্যুকেন্দ্রিক। হত্যাযজ্ঞের ইস্যু ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসার সুযোগ ছিল। সেই সুযোগ এখন নেই। এখনের ইস্যু হল নাগরিকত্ব আইন। ভারতীয় মুসলিমদের হয় নাগরিকত্বের দাবি ছেড়ে দিয়ে রামরাজ্য মেনে নিতে হবে, অথবা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে পরিস্থিতি আগাচ্ছে তাতে দুটোর কোনটাই দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। যদি দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের দিকে ভারতীয় এবং উপমহাদেশীয় মুসলিমরা যেতে যান তাহলে আজকের এ অসহ্য কষ্টের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প দেখছি না। ভারতীয় সংবিধান, আদালত, রাষ্ট্র আর কাল্পনিক সেক্যুলার চরিত্রের ওপর ভারতীয় মুসলিমদের যে অগাধ আস্থা যতোদিন থাকবে ততোদিন সমস্যার কোন সমাধান হবে না। বিদ্যমানতাকে যদি প্রশ্ন তারা না করেন তাহলে বিদ্যমানতায় তাদের প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেবে। কথাগুলো শুনতে হয়তো খুব নিষ্ঠুর, শীতল শোনাবে। কিন্তু কথাগুলো সত্য।

.

কাশ্মীর আযাদীর কথা বলে, কারণ কাশ্মীর জানে বিকল্পটা কী। বাকি ভারতকেও এই বাস্তবতাটুকু বুঝতে হবে। ভারতীয় সংবিধান, রাষ্ট্র, আদালত, সুশীল সমাজ নিয়ে কোন ফ্যান্টাসি কাশ্মীরের মুসলিমদের নেই। কাশ্মীর বাস্তবতা বোঝে। কাশ্মীর ঠেকে শিখেছে। বাকি ভারতকেও এই বাস্তবতাটুকু বুঝতে হবে।

.

আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের হেফাযত করুন। যারা নিহত হয়েছেন তাদের জান্নাত দান করুন। মুসলিম শিশু এবং নারীদের মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

[ফেসবুক থেকে সংগৃহীত]







An 85-year-old woman was...
https://amp.scroll.in/article/954422...

CITIZENSHIP TANGLE

**An 85-year-old woman was burnt to death in her home in Delhi's Gamri extension**

Muslim residents evacuated their homes on Tuesday evening after facing hours of attacks by mobs chanting 'Jai Shri Ram'.

Aarefa Johari
An hour ago

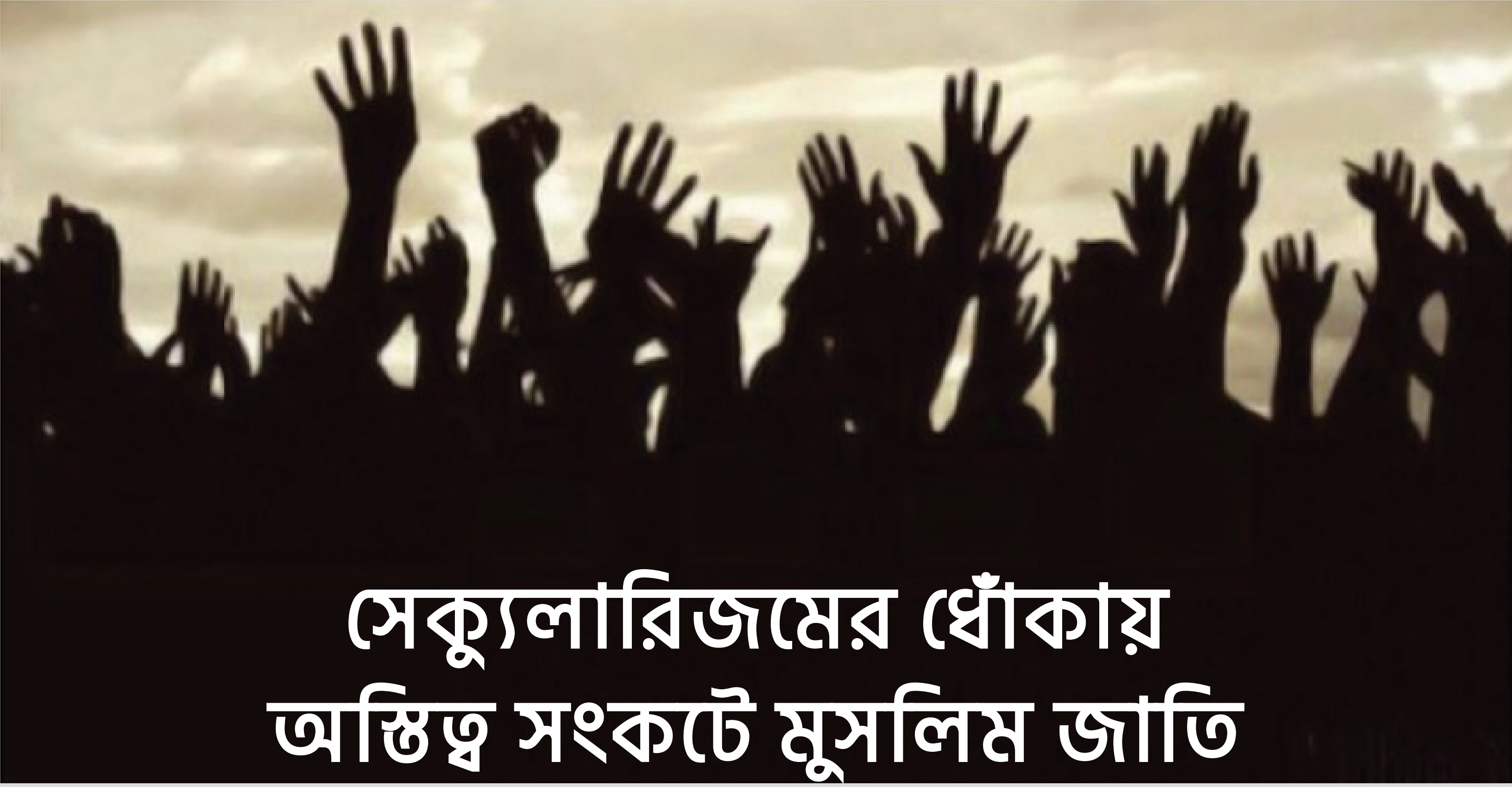
Akbari, an 85-year-old woman, died after Hindu mobs set her house on fire on February 25. | Photo courtesy: Mohammed Saeed Salmani

# যে নানুকে পুড়িয়ে মারা হলো!

দুনিয়াতে জীবিতদের মধ্যে আমি যাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, তিনি হচ্ছেন আমার নানু। না আমার মা নন, বাবা তো দূরের কথা। আমি আমার নানুকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি। নানু ছাড়া যে আমার দুনিয়া থাকতে পারে তা আমার মাথায় আসে না।

নানু যখন ছোট ছিলেন, নানুর মা কলেরায় মারা যান। সেই পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে মাটি দেয়ার জন্যও নাকি কেউ ছিল না। মায়ের চেহারাটাও মনে করতে পারেন না বলে কেঁদে উঠেন। এটা সেটা কত কিছু যে জিজ্ঞেস করি। কত অভিজ্ঞতা... কত কিছু দেখেছেন জীবনে। আমাকে যে কত ভালোবাসেন। কত মায়া জমে আছে অস্তিত্বে অস্তিত্বে, পরতে পরতে। আমার নানুরা ছিলেন ৯ বোন। ছোট জন বাদে বাকিরা ইনতিকাল করেছেন। কেঁদে কেঁদে বার বার বলেন যে, সবাই ওনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, তিনি শুধু পিছিয়ে পড়েছেন। কি যে ভয় আর হতাশা কাজ করে এসব শুনলে। বলি, মরার কথা বইলেন না তো। যিকর করেন, ইস্তিগফার করেন, আমরা সকলেই তো একদিন মরবো। আসলে নানুর মৃত্যুর কথা আমি চিন্তাও করে পারি না। আমি ভাবতে পারি না, মাথা কাজ করে না। আমি বারবার দুআ করি যে, নানুর মৃত্যু যেন আমাকে দেখে যেতে না হয়।

আমার নানুর মতই উম্মাতের আরেকজন নানু, আকবারী। ছবিতে দেখুন, আমার মতই এক নাতীর সাথে। বয়সটা আমার নানুর কাছকাছিই, ৮৫+। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৯, দিল্লীতে, লুটপাটের পর তার ঘরে নাকি আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমার এই নানুটি আমাদের রব্বের কাছে চলে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই নানু বেঁচে গিয়েছেন। রব্বুল 'আলামীন নানুকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা মরে গিয়েছি। কিন্তু আমরা বাঁচতে চাই। কিন্তু মৃত্যু ছাড়া কিছুই মাথায় আর আসছে না আমি এই নানুর চেহারায় বারবার আমার নানুকেই দেখছি, বারবার। যে মৃত্যুর কথা আমি এতদিন চিন্তাও করতে পারতাম না, এখন বারবার সেই মৃত্যুর কথা আমার অন্তর থেকে শুরু করে সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। আমার চিন্তা, আমার শরীর যেন অবশ হয়ে পড়ছে। হায় আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন! আমাদেরও বাঁচিয়ে দিও। আমরা নেহায়াতই দুর্বল, ভীরু। তোমার ক্ষমা, তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন আশা নেই। তুমি আমাদের বাঁচিয়ে দিও। চিরসুখের জীবনের জন্য বাঁচিয়ে দিও!



# সেক্যুলারিজমের ধোঁকায় অস্তিত্ব সংকটে মুসলিম জাতি

ফেসবুকে দিল্লীতে মুসলিম নিধনের খবর পড়ছিলাম। খবরের নিচে বাংলাদেশী হিন্দু ও সেক্যুলারদের কমেন্টগুলো ছিলো দুই ধরনের-

১) বাংলাদেশী হিন্দু- আরে ভাই আপনারা দিল্লীর সংখ্যালঘু নিয়ে মাতছেন কেন ? বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় সেটা নিয়ে মাতেন।

২) সেক্যুলার-

ক) আমরা একই বৃন্তে দুইটি ফুল হিন্দু-মুসলিম,

খ) দিল্লীতে মুসলমান বাঁচাতে হিন্দু ভাইটি মরে গেলো,

গ) মসজিদ বাঁচাতে এগিয়ে আসলো হিন্দুরা।

ঘ) একটা হিন্দুর গায়ে যদি হাত পড়ে, তবে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না, জাহান্নামে পাঠাবেন।

এই যে কমেন্টগুলো দেখতেছেন, এগুলো মধ্যে কিন্তু একধরনের মনস্তত্বাত্বিক ডাইভার্ট করার পলিসি লুকায় আছে। সাধারণভাবে মানুষ কিন্তু কর্মব্যস্ততায় ব্যক্তি চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যখন সে কোন দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, তখন সে চিন্তিত হয়ে উঠে, চারপাশ নিয়ে চিন্তা করে। দুঃখ কষ্ট থেকে কিভাবে উৎরানো যায়, সেই ভাবনা করতে থাকে।

মুসলমানরা মাইর খাচ্ছে, এই দৃশ্য কোন মুসলমানকে অবশ্যই একবার হইলেও চিন্তা করায়- “আচ্ছা এই পরিস্থিতি থেকে উৎরানো যায় কিভাবে ?” এই চিন্তা থেকে সে মুসলমানদের পেছনে ইতিহাস থেকে রিক্যাপ করার চেষ্টা করে, জ্ঞান নিতে চেষ্টা করে। মুসলমানদের সোনালী যুগের সাথে বর্তমান যুগের যে জেনারেশন গ্যাপ সেটার মধ্যে সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু উপরের কমেন্টগুলো করাই হয়, মুসলমান যেন ঐ কানেকশনটা করতে না পারে। তার মাথার মধ্যে ঢুকায় দেয়া হয়, দেখো তুমি এর থেকে বেশি নিজস্ব চিন্তা বিস্তৃতি করো না, তুমি কিন্তু পৃথক ভাবে চিন্তা করলে বেপরোয়া হযে যাবে, সমাজচ্যুত হয়ে যাবে। মুসলমানরা পৃথকভাবে চিন্তা করা খারাপ, তখন তোমার দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইত্যাদি।

অথচ মুসলমান জাতি `সমাজচ্যুত জাতি' ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। গত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস বলে মুসলমান জাতির এর মধ্যে ১৩০০ বছর নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা বা খিলাফত ছিলো, যা অন্য কোন ধর্মের ছিলো না। আবার দেড় হাজার বছরের ৩ ভাগের ২ ভাগের (১ হাজার বছরের বেশি) মধ্যে মুসলমানরা ছিলো একচেটিয়া সুপার পাওয়ার। অর্থাৎ মুসলমানরা সহস্র বছর ধরে সমাজকে নিয়েই ছিলো, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জাতি ছিলো না। তাই মুসলমানরা বেশি কিছু চিন্তা করলেই সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনটা অমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক চিন্তা।

এবার যদি হিন্দু ও সেক্যুলারদের পক্ষ থেকে চিন্তা করি, কেন তারা এ ধরনের কমেন্ট করে ?

হিন্দু চিন্তা করতেছে, তার হিন্দু জাতিকে বাঁচাতেই হবে। তাই যত ঘটনাই ঘটুক, মুসলিম নিয়ে আলোচনা কেন হবে ? হিন্দুকে নিয়েই আলোচনা চলতে হবে।

অপরদিকে, সেক্যুলার চিন্তা করতেছে মুসলমান মরছে মরুক, কিন্তু সেক্যুলারিজমে যেন কোন সমস্যা না হয়। যে কোন উপায়ে সেক্যুলারিজম টিকাইতে হবে। তাই আলোচনা করতে হলে হিন্দু-মুসলিম একত্রে আলোচনা করতে হবে। মুসলমানদের পৃথক আলোচনা করলে তাদের সেক্যুলারিজমে ধস নামতে পারে, তাই সেটা ঠেকাইতে হবে।

এখন, মুসলমান যখন চিন্তা করবে- আরে সব জায়গায় তো শুধু মুসলমানই মরতেছে। বাড়িঘর থেকে খেদায় দিতেছে, আগুন দিয়ে পুড়ায় দিতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করতেছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পুড়ায় দিতেছে, দেশ ছাড়া করে দিতেছে। এগুলো তো শুধু মুসলমানদেরই অস্তিত্বের প্রশ্ন, হিন্দু বা সেক্যুলারদের অস্তিত্বের প্রশ্ন না। সে যখন পুরো বিষয়টি নিজের, শুধু

মুসলমানের অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসেবে দেখবে, তখন সে রিয়েল প্রতিবাদ করতে পারবে, জান বাঁচাতে প্রতিরোধ গড়তে পারবে। তখন মুসলমান একটা ফল পাবে, এর আগে পাবে না।

অর্থাৎ কোন ঘটনার পর মুসলমানের মনে যেন তার অস্তিত্ব বাঁচানোর চিন্তা ঢুকতে না পারে, এজন্য কৌশলে তার মনের ভেতর ঢুকায় দেয়া হচ্ছে হিন্দু বাঁচানোর চিন্তা, সেক্যুলারিজম বাঁচানোর চিন্তা। এটা যে তার অস্তিত্বে সংকট— তা তাকে কোন মতেই চিন্তা করতে দেয়া হচ্ছে। এই যে ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পাশ করা হলো, এখানে কিন্তু শুধু মুসলিমের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা শিখদের জন্য কিন্তু বৈষম্য করা হয় নাই। অর্থাৎ এটা যে মুসলিমদের শুধু অস্তিত্বে সংকট এটা তো তাকে বুঝতে দেয়া হচ্ছে না। শারজীল ইমাম এজন্য তো সিএএ বিরোধী আন্দোলনের শ্লোগান চালু করছিলো "তেরা মেরা রিস্তা ক্যা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অর্থাৎ "তোমার আমার সম্পর্ক কি , লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" কারণ সংকটটা তো মুসলমানের এবং মুসলমানই বিষয়টির মর্মার্থ ঠিক মত বুঝতে পারবে । কিন্তু সেক্যুলাররা এসে শ্লোগান পরিবর্তন করে দিলো, বললো- "হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই, হাম সব হ্যায় ভাই ভাই"। মানে তাদের উদ্দেশ্য হলো- মুসলমান যেন পৃথক হয়ে নিজের অস্তিত্ব সংকটটা ঠিক মত ধরতে না পারে। যদি ধরতে পারে, তখন হয়ত মুসলমান বাঁচবে, কিন্তু সেক্যুলারিজমে ধস নামবে। আরো সহজভাষায় বললে- সেক্যুলাররা মুসলমানকে মুসলমানের অস্তিত্ব বাঁচাতে দেয় না, মুসলমানকে দিয়ে সেক্যুলারিজমের অস্তিত্ব বাঁচায়।

[Noyon chatterjee 5 নামক ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত]

## হানো দিল্লিতে আঘাত আবার

ওহে বীর মুজাহিদ, ওঠো ফেলে সুখ নিদ,
জাগো ফের ছেড়ে হুংকার
কাধে কাধ মিলিয়ে, হাতে অস্ত্র নিয়ে
হানো দিল্লিতে আঘাত আবার।

ঐ দিল্লি তো ছিলো ইসলামের ঘাঁটি,
ছিলো মুমিনের অহংকার
আজ হিন্দুরা তা করেছে দখল,
মুসলিম খাচ্ছে মার ।

জাগো বিন কাসিম, জাগো গজনবী
জাগো জাকির মোসার সন্তান,
দেখো শত্রুরা জেগেছে আবার
মারছে মুসলমান
জাগো বিন কাসিম, জাগো গজনবী
জাগো জাকির মোসার সন্তান
তুলো শির তোমার, ধরো তলোয়ার
দেখো লাঞ্ছিত মুসলমান।



Dawahilallah.com




# মূর্তিসংহারক হতে প্রতিমাপ্রহরী; আমাদের বিভ্রান্তির শেষ কোথায়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, মূর্তিসংহার, প্রতিমাভঙ্গন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان

আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও মূর্তি ভাঙ্গার আদেশ দিয়ে।" -সহিহ মুসলিম, ৮৩২। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল নিজে কাবা শরিফে রাখা ৩৬০ মূর্তি ভাঙ্গেন। -সহিহ বুখারী, ২৪৭৮ সহিহ মুসলিম, ১৭৮০। মদীনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য দিকে দিকে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইয়ামানের সবচেয়ে বড় মন্দির 'যিল খালাসা'কে ভাঙ্গার জন্য নবীজি জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীর নেতৃত্বে দেড়শো ঘোড়সওয়ারের বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। -সহিহ বুখারী, ৪৩৫৬ সহিহ মুসলিম, ২৪৭৬। আলী রাযি. বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠান যে, আমার সামনে যত মূর্তি পড়বে সব ধ্বংস করে ফেলবো এবং সব উঁচু কবর মাটির সাথে মিশিয়ে সমান করে দিবো। -সহিহ মুসলিম, ৯৬৯। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উযযা'কে ভাঙ্গার জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ত্রিশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। 'লাত'কে ভাঙ্গার জন্য মুগিরাহ বিন শোবা ও আবু সুফিয়ান রাযি. কে প্রেরণ করেন। 'মানাত'কে ভাঙ্গার জন্য বিশজন অশ্বারোহী সহ সা'দ বিন যায়েদ আশহালীকে পাঠান। 'হুযাইল' গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আমর বিন আসকে। 'তাই' গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আলী রাযি. কে। তোফায়েল বিন আমর দাউসীকে প্রেরণ করেন আমর বিন হুমামার মূর্তি ভাঙ্গার জন্য। তিনি সে মূর্তিটা ভেঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে দেন। -নাসায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ১১৪৮৩ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০২৫৫ তবাকাতু ইবনি সা'দ, ১/২৪৩; ২/১১০-১১২; ৪/১৮১ ৭/৩৪২ যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, ৩/৫২৩।

রাসুল যে শুধু ক্ষমতা হাতে পাবার পরেই মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন এমন নয়, বরং মক্কায় থাকাকালীন সময়েও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এর সহায়তায় কাবা শরিফের উপরে স্থাপিত মূর্তি ফেলে দিয়ে ভেঙ্গেছিলেন। -মুসনাদে আহমদ, ৬৪৪ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮৩৬

আর রাসুল কেনই বা মূর্তি ভাঙ্গবেন না? রাসুল তো বংশ ও আদর্শ উভয় দিক দিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরী। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, এ জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ তো কুরআনেই রয়েছে। অথচ তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাফেরদের মাঝে অতি দুর্বল অবস্থায়

ছিলেন। এমনকি মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে (?) কাফেররা তাকে আগুনে নিক্ষেপও করেছিল। বলাবাহুল্য, এ সব কিছু কুরআন আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবেই পেশ করেছে। -দেখুন, সুরা আলআম্বিয়া, ৫৭-৭০ সুরা সাফফাত, ৮৮-৯৮

নবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ী সাহাবী ও আমীরগণ মুর্তি ভেঙ্গেছেন। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ রাযি. সিজিস্তান বিজয় করার পর মুর্তি ভাঙ্গেন। -মুজামুল বুলদান, ২/৪৩৪। মাহমুদ গযনবী রহ. সোমনাথের সবচেয়ে বড় মুর্তি ভাঙ্গেন। -আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬/২২৩ ।

জানি না, বর্তমান মুসলিমরা এই মূর্তি ভাঙ্গাকে ভালো মনে করেন, মোল্লা উমরের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে তারা যে শোরগোল করেছেন, এতে মনে হয় তারা বিশ্বাস করেন যে, মাহমুদ গযনবী আসলেই ডাকাত ও লুটেরা ছিলেন, হিন্দুস্তানের সম্পদ লুট করার জন্যই তিনি হিন্দুস্তানে বারবার আক্রমণ করেছেন, যেমনটা বর্তমানে স্কুলের বইয়ে পড়ানো হয়।

অথচ মাহমুদ গযনবী, মুহাম্মদ ঘুরী ও বখতিয়ার খিলজীর জিহাদের কল্যাণেই তো আমরা ইসলাম পেয়েছি। তা না হলে হয়তো আজও আমরা মালাউনই থেকে যেতাম। সুতরাং তাদের ডাকাত বলে, ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই বলে কি আমরা নিজেদের মুসলিম হওয়ার পথ ও পদ্ধতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছি না? যদি মুসলিম হওয়ার প্রকৃত মুল্য আমরা উপলব্ধি করে থাকি তাহলে এ ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা করা দরকার।

আসলে আজ আমরা কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে পড়ছি। তাই যে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের বিভ্রান্ত করছে। আজ কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার নামে মুসলিম-কাফের গলাগলি করছে। শুধু তাই নয়, বরং এ সম্প্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ রুপে মুসলিমরা মন্দির পাহারা দিচ্ছে। ইতোপূর্বে হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্দির পাহারা দিয়েছিল। তা নিয়ে জাতির কর্ণধার আলেমগণ গর্বও করেছিলেন। আজ দেখলাম উত্তর দিল্লীর মুসলিমরাও মন্দির পাহারা দিচ্ছে। আগামীকাল হয়তো দেখবো, মন্দির পাহারা দিতে গিয়ে নিহত মুসলিমদের শহিদও বলা হচ্ছে।

ভারতের মুসলিমরা হয়তো ভেবেছেন, হিন্দুরা নিজেরাই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুর্তি ভেঙ্গে মুসলিমদের উপর দোষ চাপাবেন। তাই তারা মন্দির পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু মন্দির রক্ষা করতে পারলেই কি হিন্দুরা বসে থাকবে? এভাবেই কি হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? আসলে কুরআন-হাদিস থেকে দূরে থাকলে চিরদিনই এভাবে বোকা বনতে হবে। আফসোস, মুসলমানরা এখনও কাফেরদের সাথে ভালোবাসা-সম্প্রীতির মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে থাকার দিবা-স্বপ্ন দেখছে। অথচ আল্লাহর তায়ালা তাদের বারবার সতর্ক করে বলেছেন,

'কাফেররা কখনোই মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।'

'তারা সর্বদা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায়।'

'তারা চায় তোমরাও কুফরী করো, যেমনিভাবে তারা কুফরী করেছে।'

'তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করবে না। তোমাদের কষ্টই তাদের পছন্দনীয়। তোমরা তাদের মহব্বত করলেও তারা তোমাদের মহব্বত করে না।'

'সুযোগ পেলে তারা তোমাদের কচুকাটা করবে। এমনকি তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন শান্তিচুক্তির পরোয়াও করবে না। ওরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে তোমাদের মন ভুলায়, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের মহব্বত করতে অস্বীকার করে।'

(দেখুন: সূরা বাকারা, ১২০ ও ২১৭ ; সুরা আলে ইমরান, ১১৭-১১৮ ; সুরা নিসা, ৮৯ ; সুরা তাওবাহ, ৮ ; সুরা মুমতাহিনাহ, ২)

ভারতের মুসলিমসহ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চিন্তা করা দরকার, কুরআন-হাদীস হতে সরে গিয়ে আমরা কোন পথে হাঁটছি? এ পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এ ধরণের কর্মপদ্ধতি না আমাদের দুনিয়াতে মুক্তি দিবে না আখেরাতে। নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্তির পথ তো একটিই। আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [الحج: 39

"যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।" -সুরা হাজ্জ, ৩৯

খেলাফতের দ্বায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللّٰه إِلَّا ضَرَبَهُمْ اللّٰه بالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطٌّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللّٰه بالْبَلَاءِ. رواه ابن إسحاق في السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، (ص: 718 ط. دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/248 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح.

"যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপরই লাঞ্চনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন।" -সীরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ আলবিদায়া ওয়াননিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।

## লেখক: আদনান মারুফ



# ভাইয়ের দুঃখে দিল কাঁদে না : আমি কেমন ঈমানদার ?

লেখক: ইলম ও জিহাদ

**জিহাদের** কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু জিহাদ মানে কি আমরা ফিকির করেছি কি? ফিকির করলে বুঝবো, জিহাদ মানে আমার ভাইয়ের জন্য জীবন দেয়া। আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য। চিন্তা করুন, দুনিয়ার এক প্রান্তে আমার কিছু মুসলিম ভাই বোন নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্ধারের জন্য আমার উপর জিহাদ ফরয করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐ সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।” -নিসা ৭৫

আয়াতে কারীমাটিতে আবারও ফিকির করুন। নির্যাতিত কে? আমিও নই, আমার পরিবারও নয়, আমার বংশও নয়। এমনকি আমার অধিবাস ভূমিরও কেউ নয়। এমন কিছু লোক যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। শুধু এতটুকু জানি যে, তারা মুসলিম। আর এতটুকু যে, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের উদ্ধারের জন্য কিতাল কর। আর আমি কেন করছি না এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে তিরস্কার করছেন। আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করছেন। জবাবদিহি চাচ্ছেন কেন করছি না।

আল্লাহ তাআলা কি শব্দটি ব্যবহার করেছেন দেখেছেন তো?

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ

তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না?

কিতাল মানে কি? আমি তাকে কতল করতে চায়। এর নাম কিতাল। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। আল্লাহ তাআলা আমাকে ধমক দিচ্ছেন, কেন আমি আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য আমার প্রাণটা দিয়ে দেয়ার খেলায় নামছি না। দেখুন! শুধু বয়ান বক্তৃতা না কিন্তু। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। কাদের জন্য? কিছু মুসলিম ভাই বোনের জন্য। যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। যাদেরকে আমি চিনি না। আমার রব তাদের চেনেন। আমার রবের উপর তাদের ঈমান আছে। আমার রবের সাথে তাদের বন্ধুত্ব আছে। তারা আমার রবকে ভালবাসেন। আমার রবও তাদের ভালবাসেন। আমার রবের সেই প্রিয় বন্ধুদের উদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। শুধু বয়ান বক্তৃতা নয়। শুধু পোস্ট কলম নয়। জীবন দেয়া আর জীবন নেয়ার।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

“আল্লাহ তাআলা যারা ঈমান এনেছে তাদের বন্ধু।” –বাকারা ২৫৭

এবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি আল্লাহকে ভালবাসি? যদি ভালবেসে থাকি তাহলে তার বন্ধুদেরকেও ভালবাসতে হবে। নয়তো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব থাকবে না। আমার বন্ধুদের যে ভালবাসে না, তাদের বিপদে যে এগিয়ে আসে না, সে আমার বন্ধু হতে পারে না। যদি আমি ঈমানের দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহর বন্ধুদের ভালবাসতে হবে। তাদের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সাথে যেমন বন্ধুত্ব তাদের সাথেও বন্ধুত্ব। তারাও আমার বন্ধু। তাই সকল মুমিন আমার বন্ধু। আমি তাদের চিনি আর না চিনি তারা আমার বন্ধু। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার জন্য। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু।” -তাওবা ৭১

আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।" -হুজরাত ১০

কেমন বন্ধু আর কেমন ভাই? তাদের সুখ আমার সুখ। তাদের দুঃখ আমার দুঃখ। তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার কলিজায় আঘাত লাগে। তাদের গায়ে জ্বর আসলে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিত্রটিই তুলে ধরেছেন,

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

"পরস্পর ভালবাসা, রহমত ও সাহায্যের বেলায় মুমিনদের অবস্থা একটি দেহের মতো। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।" -সহীহ বুখারি ৫৬৬৫, সহীহ মুসলিম ৬৭৫১

গোটা মুসলিম জাতি এক দেহ। আমার নিজের দেহ নিজের প্রাণ আমার কাছে যেমন প্রিয় তারাও আমার কাছে এমনই প্রিয়। আমার চোখে ব্যথা হলে যেমন ঘুম আসে না, কোনো মুমিনের গায়ে আঘাত আসলেও তেমনি আমার ঘুম আসে না। যেন তারাই আমি আমিই তারা। তারা ভিন্ন কেউ নয় আমি ভিন্ন কেউ নই। এক দেহ এক প্রাণ।

আশ্চর্যের বিষয়, দুনিয়ার কোথাও একটা কাফেরের উপর আঘাত আসলে সারা দুনিয়ার কুফফার গোষ্ঠীর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কুফরের বাঁধন তাদেরকে এক ডোরে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু আমি মুমিন, আমার মুমিন ভাইয়ের ব্যথায় আমার ব্যথা নেই। এই আমার ঈমানের হাল।

আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়ের পায়ের কাঁটা আমার গায়ে ব্যথা না দিলে আমি মুমিন হতে পারবো না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পরিষ্কার,

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا

"যতক্ষণ তোমরা মুমিন না হবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। আর মুমিন ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ একে অপরকে ভাল না বাসবে।" –সহীহ মুসলিম ২০৩

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতে আমার জান, কোনো বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা তার নিজের জন্য করে।" –সহীহ মুসলিম ১৮০

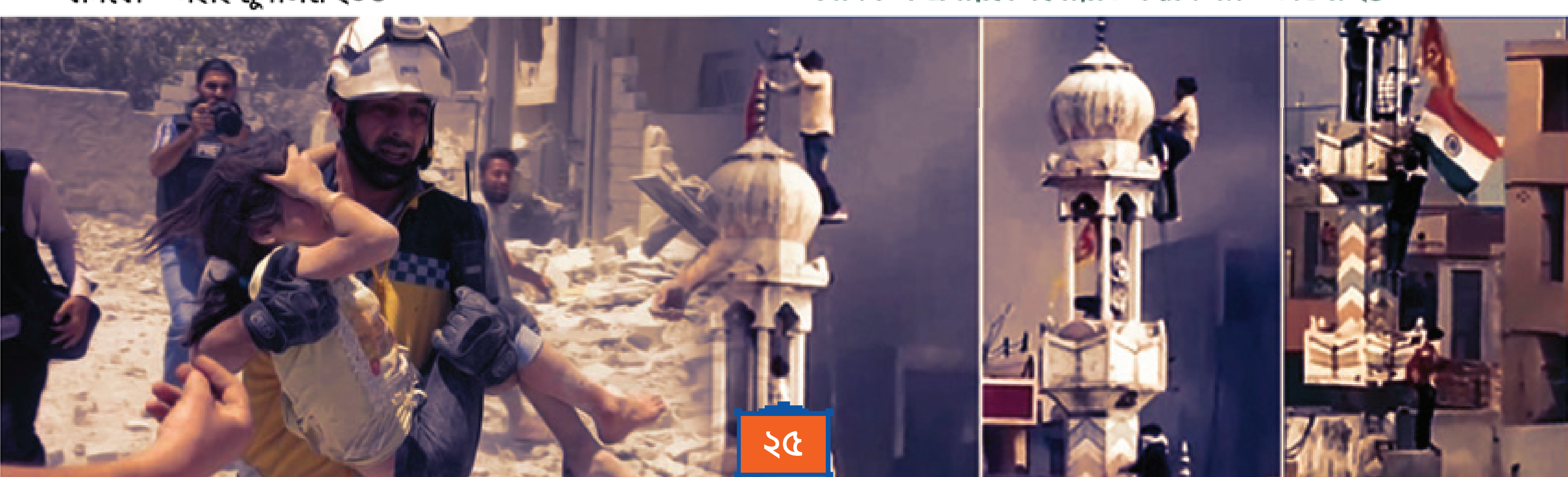
আমি ঈমানের দাবিদার, কিন্তু আমার ভাইয়ের দুঃখে আমার দিল কাঁদে না, বুঝতে হবে আমার ঈমানে যথেষ্ট কমতি আছে।

আজ যদি আমি বন্দি হতাম? আমার ভাইকে যদি ধরে নেয়া হতো? কিংবা আমার বোনকে যদি তুলে নেয়া হতো? তাহলে আমার কি হাল হতো? আজ আরাকান-কাশ্মির-হিন্দের ভাই বোনদের জন্য আমার দিল কাঁদে না। বুঝতে হবে আমার ঈমান দুর্বল হয়ে আছে। যতটুকু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ততটুকু ঈমান আমার হাসিল হয়নি। আল্লাহ তাআলার মহব্বতের দাবিতে আমি এখনও পূর্ণ সত্যবাদি নই।

আমি অনেক বড় কেউ হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে আমি এখনও অপরাধী। এ অপরাধের খাতা থেকে নাম কাটাবার একটাই পথ, ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো। আমার জান নিয়ে। আমার মাল নিয়ে। প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে। পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনকে বিদায় জানিয়ে হিজরত করে। অন্যথায় রাব্বুল আলামিনের সেই ওয়াদার অপেক্ষায় থাকি, যে ওয়াদা তিনি করেছেন- আর আল্লাহ তার ওয়াদায় ব্যতিক্রম করেন না-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বলুন (হে নবী!) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" -তাওবা ২৪



كيف القرار وكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي
الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد
القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد
ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

কীভাবে স্থির থাকা যায়? কীভাবে কোনো মুসলিম শান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?! তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।
সম্ভ্রমহানির ভয়ে যখন তারা শঙ্কিত, শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!
নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই নেই করার।

